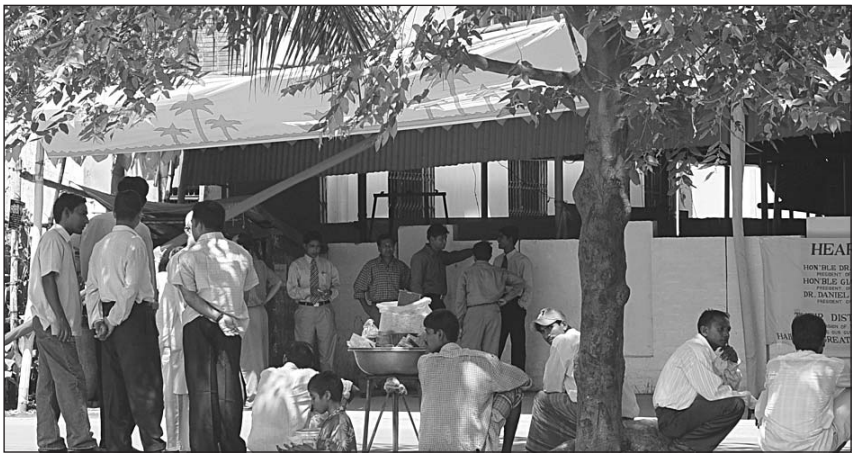

ইটালিতে চাকরির নামে মুসা বিন শমসেরের ১৫ কোটি টাকার প্রতারণা

পথে বসেছে ৫ শতাধিক পরিবার

অনুসন্ধান করেছেন **বদরুল আলম নাবিল**

কুষ্টিয়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে সালাম (কল্পিত নাম, তার অনুরোধে আসল নাম গোপন করা হলো)। বয়স কতোই বা ৩৪-৩৫ কিন্তু এর মধ্যেই ৩ সন্তানের জনক। সংসার চালানোর জন্য গ্রামের রাস্তার মোড়ে একটি মুদি দোকান দিয়েছিলেন। বাকি দিতে দিতে ব্যবসা প্রায় বন্ধ হয় হয় অবস্থা। এমন সময় ঐ গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন রিক্রুটিং এজেন্সি ডেডকোর প্রশাসনিক কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম। নজরুল সালামকে প্রলোভন দেখায় ইটালিতে ভালো বেতনে চাকরি দিয়ে পাঠিয়ে দেয়ার, বিনিময়ে সে ৬ লাখ টাকা দাবি করে। প্রথমে সালাম এতে সাড়া না দিলেও একই এলাকার আরো ১০-১৫ জন নজরুলকে টাকা দিয়েছে এটা জানতে পেরে সে ফসলি জমি বিক্রি এবং বাড়ি বন্ধক রেখে নজরুলকে দুই কিস্তিতে আড়াই লাখ টাকা দেয়। টাকা দেয়ার আগ পর্যন্ত নজরুল নিয়মিত সালামদের সঙ্গে যোগাযোগ করতো, তাড়াতাড়ি টাকা জোগাড় করে দাও না হয় অন্যের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিলে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে- এসব বলতো। কিন্তু মাস তিনেক আগে দ্বিতীয় দফা টাকা নেয়ার পর আর নজরুলের নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না। মোবাইল মাসের পর মাস বন্ধ, বাসায় ফোন করলে বলা হয় তিনি আর এখানে থাকেন না, বাসা পরিবর্তন করেছেন। অফিসের ফোনে অথবা সশরীরে গিয়ে তার নাগাল পাওয়া যায় না।

শুধু একজন সালামের কাছ থেকে নয়, কুষ্টিয়ার কমপক্ষে ৩৬ জনের কাছ থেকে ২ থেকে ৬ লাখ টাকা করে নিয়েছে নজরুল ইসলাম। কেউ জমি বিক্রি করে, কেউ দোকান বিক্রি করে, কেউ শোরুম বিক্রি করে কেউ বা শ্বশুর অথবা নিকটাত্মীয়দের কাছ থেকে ধার নিয়ে টাকা দিয়েছেন নজরুলকে। নজরুলের গ্রামের বাড়ি কুষ্টিয়ায় সে কারণে তার নিকটাত্মীয়দের কেউ টাকা দিয়ে এখন তাকে খুঁজে পাচ্ছে না। নজরুল এই টাকা তোলার জন্য তার ছোট ভাই জহুরকেও ব্যবহার করতো। এদের কেউই আর নজরুল ইসলামের নাগাল পাচ্ছেন না। কুষ্টিয়া ছাড়া মেহেরপুর, ঢাকা, গোপালগঞ্জসহ আরো অনেক এলাকার লোকের কাছ থেকে নজরুল প্রায় কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। নজরুল ছাড়াও খুলনা, বরিশাল, গাজিপুর, নরসিংদী, গোপালগঞ্জ, চাঁদপুর প্রভৃতি জেলার ৫-৬ শ' লোকের কাছ থেকে ইটালি পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে ডেডকোর আরো যারা টাকা নিয়েছেন তারা হলেন, ডেডকোর চেয়ারম্যান মুসা বিন শমসেরের শ্যালক পরিচয় দানকারী মিনহাজ চৌধুরী, ডেডকোর ফিন্যান্স ম্যানেজার সাথীর স্বামী লিটন, মুসা বিন শমসেরের ঘনিষ্ঠজন বলে পরিচিত হাফিজসহ ডেডকোর প্রায় সকল কর্মকর্তা এবং তার নিকটজনরা প্রলোভন দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা হাতিয়েছেন। ভিকটিমরা ধারণা করছে এভাবে কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকা প্রতারণার মাধ্যমে নেয়া হয়েছে।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে এ সংক্রান্ত অভিযোগ পাওয়ার পর অনুসন্ধান করা শুরু করি। এতে আরো অনেক ভিকটিমের সন্ধান পাই যারা ইটালি নেয়ার প্রলোভনে পড়ে শেষ সম্বল বিক্রি করে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন।

এ বিষয়ে জানার জন্য ডেডকোর বনানীস্থ অফিসে দু'বার যাই। প্রথমবার কথা হয় ইটালিতে লোক পাঠানো প্রোগ্রামের চিফ কো-অর্ডিনেটর এবং প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মুসা

যাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে তাদের নিজেদের লোক হিসেবে স্বীকার করছেন কিন্তু প্রতারণার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ওঠার পর তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা তদন্ত করেননি

মুসা বিন শমসের

বিন শমসেরের পিএস জাবেদ ইকবালের সাথে। তিনি ২০০০কে বলেন, 'দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন টেলিফোনে এবং সশরীরে এসে অনেকে অভিযোগ করেছে তাদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আগেই ঘোষণা করেছি চূড়ান্ত নিয়োগ পাওয়ার আগ পর্যন্ত কারো সঙ্গে লেনদেন করবেন না।' কিন্তু ভিকটিমরা ২০০০কে বলেছেন, '৬-৭ মাস আগে ডেডকো থেকেই আমাদের ডেকে বলা হয়েছে আপনারা যে যার রেফারেন্সে এসেছেন তার কাছে ৬ লাখ করে টাকা জমা দিন। টাকা সবার কাছ থেকে নেয়ার পরে এরা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছে।' তাহলে বিষয়টি কি পুরোটাই পরিকল্পিত? আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম নজরুল ইসলামসহ যাদের বিরুদ্ধে এরকম প্রতারণা করে টাকা নেয়ার অভিযোগ উঠেছে তারা আপনাদের অফিসে চাকরি করে, তাদের বিরুদ্ধে কী কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন? জাবেদ ইকবাল বলেন, 'আমাদের এখন মনোযোগ প্রথম দফায় ৩০০ লোককে কীভাবে দ্রুত চাকরি দিয়ে ইটালিতে পাঠানো যায় সে দিকে। অভিযোগগুলো নিয়ে ভাবার সময় এখন আমাদের হাতে নেই!' ডেডকোর চেয়ারম্যান মুসা বিন শমসেরের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমরা কয়েকবার ফোন করেছি, সশরীরে গিয়েছি কিন্তু তার সঙ্গে আমরা কথা বলতে পারিনি। জায়েদ ইকবাল, নূরুল ইসলাম চৌধুরী এবং জনাব শওকতের মতো ডেডকোর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাদের বক্তব্য বেশ রহস্যজনক। যাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠেছে তাদের নিজেদের লোক হিসেবে স্বীকার করছেন কিন্তু প্রতারণার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ওঠার পর তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা তদন্ত করেননি বলে জানিয়েছেন। ভিকটিমদের বক্তব্য, প্রতিষ্ঠানটির সিদ্ধান্ত মতোই এরা মানুষের কাছ থেকে টাকা হাতিয়েছেন।

ইটালিতে লোক পাঠানোর কার্যক্রম অবৈধ ডেডকোর সঙ্গে কেউ যেন লেনদেন না করে

মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলাম

প্রতিমন্ত্রী, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

সাপ্তাহিক ২০০০ : ইটালির সঙ্গে জনশক্তি রপ্তানির কোনো চুক্তি আমাদের আছে কী?

মেজর কামরুল ইসলাম : জনশক্তি রপ্তানির চুক্তি নেই, তবে পুনঃপ্রবেশের চুক্তি হয়েছে। কেউ যদি সে দেশ থেকে ভিসা নিয়ে আসে সে আবার ফেরত যেতে পারবে। ১৮০০ কর্মী পাঠানোর একটি চুক্তির ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে।

২০০০ : ডেডকো নামে একটি এজেন্সি ইটালিতে লোক পাঠাবে বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। বিষয়টি কি আপনি অবহিত?

মেজর কামরুল ইসলাম : তারা আমাদের কাছে এসেছিল পারমিশনের জন্য। বলেছিল ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে ৩০০ জনকে কাজ দিয়ে ইটালি পাঠাবে। আমরা শুধু বায়োডাটা সংগ্রহের জন্য তাদের অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ইটালিতে কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাদের দেয়া পারমিশন বাতিল করা হয়েছে।

২০০০ : ডেডকো ইটালি পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে ৫ শতাধিক লোকের প্রতিজনের কাছ থেকে ২ থেকে ৬ লাখ টাকা করে নিয়েছে?

মেজর কামরুল ইসলাম : আমরা প্রথমেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বলেছি, ডেডকোর সঙ্গে কোনো আর্থিক লেনদেন করবেন না চূড়ান্ত নিয়োগ এবং ভিসা না পাওয়া পর্যন্ত। তাদের শুধু বায়োডাটা সংগ্রহের অনুমতি দেয়া হয়েছিল। টাকা-পয়সা লেনদেনের অনুমতি তাদের দেয়া হয়নি। তাদের অনুমতি বাতিল করার পর আবার আমরা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে লেনদেন করতে নিষেধ করেছি। ডেডকোর ইটালিতে লোক পাঠানোর কার্যক্রম অবৈধ।

২০০০ : যে ৫ শতাধিক মানুষের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে ডেডকো তাদের কী হবে?

মেজর কামরুল ইসলাম : এ রকম সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নিয়ে যদি আমার কাছে কেউ আসে, তবে তার টাকা আমি আদায় করে দেব। টাকা দিয়ে থাকলে টাকা ফেরত না দিয়ে তারা পার পাবে না।

২০০০ : আপনি বলছেন কার্যক্রম অবৈধ, তবে বন্ধ করছে না কেন? ডেডকো বলছে ইটালি থেকে একটি প্রতিনিধিদল এসেছে যারা সাক্ষাৎকার নিয়ে নিয়োগ চূড়ান্ত করবে। ডেডকো বলেছে এ প্রতিনিধিদলের প্রটোকল করছে নাকি আপনার মন্ত্রণালয়?

মেজর কামরুল ইসলাম : আমরা শুনেছি এ রকম একটি প্রতিনিধিদল আসছে। কিন্তু তাদের প্রটোকল সরকারিভাবে করা হচ্ছে না। আমরা সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ পাইনি তাই পদক্ষেপ নিইনি। অভিযোগ পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। জনশক্তি রপ্তানির নামে প্রতারণা বা হয়রানি কাউকে করতে দেয়া হবে না।

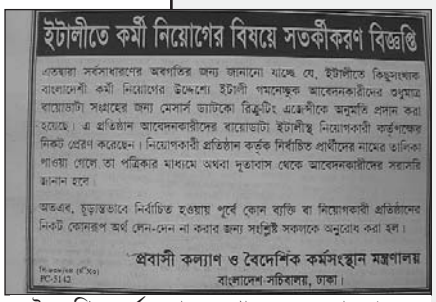

ইটালীতে কর্মী নিয়োগের বিষয়ে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইটালীতে কিছুসংখ্যক বাংলাদেশী কর্মী নিয়োগের উদ্দেশ্যে ইটালী গমনেচ্ছুক আবেদনকারীদের শুধুমাত্র বায়োডাটা সংগ্রহের জন্য মেসার্স ডাডকো রিক্রুটিং এজেন্সীকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান আবেদনকারীদের বায়োডাটা ইটালীস্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেছেন। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্বাচিত প্রার্থীদের নামের তালিকা পাওয়া গেলে তা পত্রিকার মাধ্যমে অথবা দূতাবাস থেকে আবেদনকারীদের সরাসরি জানান হবে।

অতএব, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে কোন ব্যক্তি বা নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনরূপ অর্থ লেন-দেন না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হল।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ডেডকোর পক্ষে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল পত্রিকায়

দ্বিতীয় বার ২৬ জুলাই আমরা ডেডকোতে যাই। গাড়ি থেকে নেমেই দেখি শতাধিক ভিকটিম জড়ো হয়েছে ডেডকো অফিসের সামনের রাস্তায়। প্রত্যেকটি মানুষের চোখে মুখে অজানা আশঙ্কা আর হতাশার ছাপ। সাংবাদিক পরিচয় পেয়ে ঘিরে ধরে আমাদের। কবে কিভাবে কার মাধ্যমে কত লাখ টাকা দিয়েছে তা কেউ জানালে কেউ কেউ আবার ভয়ে

ডেডকোর অফিসের সামনে প্রতারিতদের ভিড়

ভিকটিমরা ২০০০কে বলেছেন, '৬-৭ মাস আগে ডেডকো থেকেই আমাদের ডেকে বলা হয়েছে আপনারা যে যার রেফারেন্সে এসেছেন তার কাছে ৬ লাখ করে টাকা জমা দিন

কিছুই বলতে চায় না। তবে নিজের পরিচয় গোপন রাখার অনুরোধ করে অনেকেই প্রতারিত হওয়ার ঘটনাগুলো বলল আমাদের। হাত ধরে, ভাই ডেকে করুণ সুরে অনুরোধ করল তাদের জন্য যেন আমরা কিছু করি। এদের সবার কাছ থেকে ৬ মাস থেকে ১ বছর আগে টাকা নিয়েছে ডেডকো। টাকা নেয়ার ১ বছর আগে থেকে শুরু করলেও প্রলোভন দেখানো শুরু হয়েছে আরো বছর তিনেক আগে থেকে। দুই জন জানালো তারা ৩ বছর আগে টাকা দিয়েছে। অপর তিন জন জানালো মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য ৫ বছর আগে ডেডকোকে। টাকা দেয়ার পরও তারা ৫ বছর ধরে ঘুরছে।

এদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে আমরা অভিযোগগুলো নিয়ে প্রথমবার ডেডকো অফিসে যাওয়ার পর এদের ডাকা হয়েছে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য, যাতে এরা আপাতত সংযত থাকে। এর ঠিক আগের দিন ২৫ জুলাই অন্য ৮০ জনকে ডাকা হয়েছিল। দু'দিনের দুটি গ্রুপকেই ডেডকোর কর্মকর্তা এবং ইটালি থেকে আসা কথিত ডেলিগেটরা সাক্ষাৎকার নেয়। প্রার্থীদের একটি কাগজে স্বাক্ষর নিয়ে হৈচৈ না করে অপেক্ষা করতে বলা হয়। কিন্তু কতদিন অপেক্ষা করতে হবে বলেনি। সাক্ষাৎকারে আরো বলা হয় ইটালি যেতে হলে ইটালিয়ান ভাষা শিখতে হবে। এই ভাষা শেখানোর জন্য ২-৩ মাসের একটি কোর্সের আয়োজন করবে ডেডকো। এরজন্য আবার ২০ হাজার টাকা করে দিতে হবে। প্রার্থীদের বক্তব্য ২ বছর ঘোরোনোর পর কেন ইটালিয়ান ভাষা শেখার কথা বলছে। আগে বললে আমরা এতো দিনে শিখে ফেলতে পারতাম। তাদের বক্তব্য, এটা আরেক দফা টাকা হাতানোর ফন্দি।

এদিকে যেসব লোকের মাধ্যমে প্রায় ৫ শতাধিক মানুষ ডেডকোকে টাকা দিয়েছে তারা সকলেই পলাতক। কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের বক্তব্য, 'সরকার কোনো রকম যাচাই-বাছাই না করেই কেন এই প্রতারকদের ইটালিতে লোক পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল। আমাদের প্রতারিত হওয়ার জন্য দায়ী বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। তারা পত্রিকায় ডেডকোর পক্ষে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। মন্ত্রণালয় যখন তাদের পক্ষে বিজ্ঞপ্তি দেয় তারপরও এরা প্রতারক আমরা কিভাবে বুঝবো?

যে ভাবে শুরু

আমাদের সরকার এবং ইটালি সরকারের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের কোনো চুক্তি নেই। যদিও কয়েক হাজার বাংলাদেশী ইটালিতে চাকরি অথবা ব্যবসা করছে। এরা সবাই অবৈধভাবে বসবাস করছে ইটালিতে। ডেডকোর কর্মকর্তা জাবেদ ইকবাল সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'ডেডকো নিজস্ব প্রচেষ্টায় ইটালির চাকরিদাতাদের একটি বেসরকারি সংগঠনকে রাজি করায় বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের ব্যাপারে। তারা আমাদের আপাতত ৩০০ জন দক্ষ এবং অদক্ষ কর্মী নিয়োগে সম্মতি দেয়। তাদের সম্মতির পর পত্রিকায় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আগ্রহীদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করি। এতে প্রায় ৪০ হাজার দরখাস্ত জমা পড়ে। এর মধ্যে প্রাথমিক বাছাইতে ২০ হাজার দরখাস্ত যথাযথ বলে চিহ্নিত করি। এই ২০ হাজারের মধ্য থেকে বেস্ট ২ হাজার বাছাই করে ইটালিতে পাঠাই। ইটালি থেকে ১ হাজার দরখাস্ত উপযুক্ত বলে জানানো হয়। ইটালি থেকে একটি ডেলিগেট এসেছে। তারা এই ১ হাজার জনের মধ্য ৩০০ জনকে চূড়ান্ত বাছাই করবে। এ ৩০০ জনকে যত দ্রুত সম্ভব ভিসা দিয়ে ইটালি পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।'

সরকার কোনো রকম যাচাই-বাছাই না করেই কেন এই প্রতারকদের ইটালিতে লোক পাঠানোর অনুমতি দিয়েছিল

ইটালি পাঠানোর জন্য প্রার্থীদের কাছ থেকে কতো টাকা করে নেয়া হবে এরকম এক প্রশ্নের জবাবে জাবেদ ইকবাল বলেন, 'প্রার্থী যে বেতনে চাকরি পাবে তার ৬ মাসের বেতনের সমান টাকা আমরা প্রত্যেক প্রার্থীর কাছ থেকে নেব বলে সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি। বেতন যদি ৫০ হাজার হয় তবে ৩ লাখ, এই ভাবে।'

এ সম্পর্কে মন্তব্য জানার জন্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী মেজর (অবঃ) কামরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ইটালি সরকারের সঙ্গে আমাদের সরকারের কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত কোনো চুক্তি নেই। সে দেশের সরকার এবং ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি যাতে সেখানে কর্মী পাঠানো যায় এবং অবৈধভাবে যারা আছেন তাদের বৈধ করার ব্যবস্থা করা হয়। গত বছর রিক্রুটিং এজেন্সি ডেডকো জানায়, তারা ইটালিতে ৩০০ কর্মী পাঠাতে চায়। তাদের শুধু বায়োডাটা কালেকশনের অনুমতি দেয়া হয়। কোনো লেনদেনের অনুমতি দেয়া হয়নি। এখন তারা মানুষের কাছ থেকে প্রতারণা করে টাকা নিচ্ছে কিনা এ ধরনের অভিযোগ আমাদের কাছে নেই। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে আমার কাছে এলে আমি টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেব।'

ইটালিতে জনশক্তি পাঠানোর একটি পথ তৈরি করেছে এ দাবি করছে রিক্রুটিং এজেন্সি ডেডকো। বিষয়টি যদি সে রকম হত তবে এজন্য অবশ্যই তারা সাধুবাদ পাবার যোগ্য। অবস্থাদৃষ্টে এবং প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যে বোঝা যাচ্ছে এটা পুরোটাই একটা প্রতারণা। কিছু টাকা হাতানোর জন্যই ইটালি পাঠানোর হুজুগ তুলেছিল ডেডকো। অভিযোগ হেলাফেলা না করে তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা জরুরি। তা না হলে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সর্বোপরি দেশের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর। আর গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের এ প্রতারকচক্রের হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিশ্চয়ই সরকারের। আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই প্রতারণার জন্য ডেডকোর লাইসেন্স বাতিল এবং দায়ী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তির প্রত্যাশা করছে সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ভিকটিমরা।

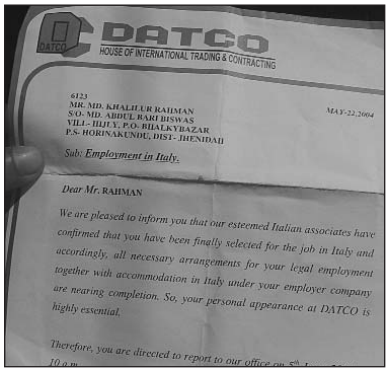

DATCO
HOUSE OF INTERNATIONAL TRADING & CONTRACTING

6121
MR. MD. KHALILUR RAHMAN
S/O- MD. ABDUL BARI BISWAS
VILL- ILLY, P.O- BIALKYBAZAR
P.S- HORINAKUNDU, DIST- JHENIDAH

MAY-22,2004

Sub: Employment in Italy.

Dear Mr. RAHMAN

We are pleased to inform you that our esteemed Italian associates have confirmed that you have been finally selected for the job in Italy and accordingly, all necessary arrangements for your legal employment together with accommodation in Italy under your employer company are nearing completion. So, your personal appearance at DATCO is highly essential.

Therefore, you are directed to report to our office on 5th ... 10 a.m.

প্রার্থীদের কাছে পাঠানো ডেডকোর কথিত নিয়োগপত্র

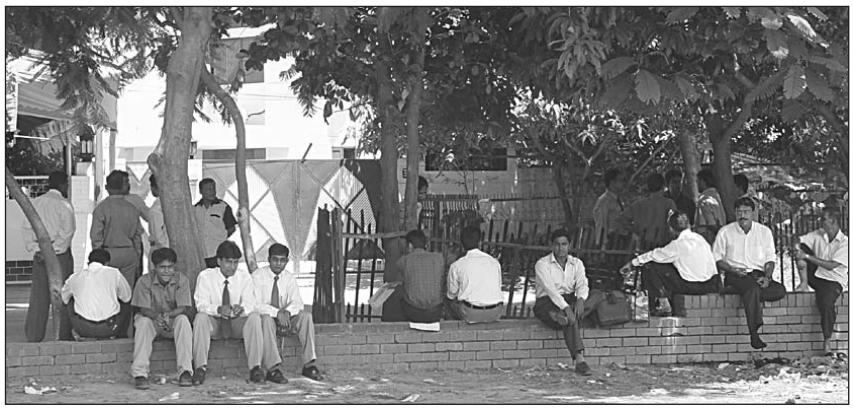

ডেডকোর রাস্তায় প্রতারিতরা। লাখ লাখ টাকা দিয়ে এরা এভাবেই অপেক্ষা করছে দিনের পর দিন

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**